প্রেসিডেন্টের ভাষণ আলোচনা ১৯৯৩

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

জনাব স্পীকার, আল-কুরআন নাযিলের এই পবিত্র মাসে, রহমত, মাগফেরাত এবং নাজাতের এই মাসে আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মাননীয় প্রেসিডেন্টের আসনটি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সংবিধানের অভিভাবকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর ভাষণে সরকারী দল ও বিরোধী দল সকলের প্রতি অভিভাবকসুলভ উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা থাকবে, এটাই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেন্টের গোটা ভাষণটি দলীয় সরকার প্রধানের ন্যায় দলীয় সরকারের সাফল্যের একটা ফিরিস্তি দেয়ার প্রয়াস মাত্র। প্রেসিডেন্টের ভাষণকে যেভাবে ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল, সেটা দিতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি:

প্রেসিডেন্টের ভাষণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, প্রবৃদ্ধির হার পাঁচভাগে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯১-৯২ সালের অভিজ্ঞতা এবং বিরাজমান অবস্থা কিন্তু তার বক্তব্যের পক্ষে নয়। দেশের উৎপাদন ও বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে বন্ধ্যাত্ব চলছে। গত তিন বছরে মুদ্রাস্ফীতির ক্রমহ্রাসের বিষয়টিকে তিনি আশাবাদ হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এটা আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে হতাশা ও মন্দার নিদর্শন ভিন্ন কিছুই নয়।

জনাব স্পীকার, আমরা লক্ষ্য করছি, দেশী বিনিয়োগ যেমন হতাশাব্যঞ্জক, তেমনি বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও কোন আশাবাদ নেই। বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যাই হোক না কেন, গত দুই বছরে তথা ১৯৯১ সালে ১.৭৩ বিলিয়ন ডলার আর ১৯৯২ সালে ১.৬৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। সময় মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং দাতাদের বিধি-নিষেধে জড়িয়ে পড়া, এই তিন কারণে এবারও বিগত দুই বছরের পুনরাবৃত্তি হবে বলে আমাদের আশংকা হয়।

জনাব স্পীকার, প্রেসিডেন্টের ভাষণে বৈদেশিক মুদ্রার মওজুদ ১৮ বিলিয়ন বলে উল্লেখ করে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির অবদান কতটুকু, তার উল্লেখ নেই। এবার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা অবশ্যই আনন্দের কথা। কিন্তু কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, ভর্তুকি প্রত্যাহার, সেচ যন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি এবং তেলের মূল্য যুদ্ধকালীন সময়ে যা বাড়ানো হয়েছিল তা না কমানো, এগুলোকে কেন্দ্র করে উৎপাদন ব্যয় বেশী হওয়ার কারণে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কৃষককূলের ভাগ্যের পরিবর্তনের পরিবর্তে ভাগ্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়েছে।